দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি এবং কিছু প্রাসংগিক কথা

লুৎফুন্নাহার বেগম (পিকি)

দেশের ৪টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষার ফল বেরোল ক'দিন আগে। এতদিনকার প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি পরিহার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে এবারকার পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে কারণে ফলাফলের প্রতি ঔৎসুক্যটা ছিল প্রবল। গত কয়েক বছরের এস,এস,সি'র রেজাল্টের সাথে এবারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বেশ কিছু নতুনত্ব চোখে পড়ল, প্রথমতঃ অগুণতি লেটার, এমনকি দশটি পেপারেই লেটার মার্ক পাওয়ার মত কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে অনেকে, যা এর আগে, আমার জানামতে, কখনো ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ স্টারপ্রাপ্তদের সংখ্যাও প্রচুর বলা যায়, আর first division তো অজস্র। পত্রিকায় দেখলাম, আশাতীতভাবে, অনেকেই প্রথম বিভাগ পাওয়ার কারণে ফলাফল ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যে মিষ্টির দোকানগুলো সাফ হয়ে যায়। গত কয়েক বছরের তুলনায় এবারকার ফল বেশ ভাল, সন্দেহ নেই। তবে এজন্য খুব বেশি উৎফুল্ল হওয়ারও কোন কারণ দেখি না। বরং মনে হয়, আমাদের নব্য প্রবর্তিত পরীক্ষা পদ্ধতিটি আগাগোড়া আরো একবার বিশ্লেষণ করা দরকার।

এ পদ্ধতি অনুযায়ী অংক ব্যতীত বাকী বিষয়সমূহে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ৫০ নম্বর এবং রচনামূলক প্রশ্নে ৫০ নম্বর করে বন্টন করা হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক-এর জন্য ৫০ মিনিট সময় এবং পরবর্তী ১০ মিনিট নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র সংগ্রহ ও রচনামূলক প্রশ্নপত্র বিতরণের জন্য। অবশিষ্ট ২ ঘন্টা রচনামূলক পরীক্ষ। নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনামূলকে মোট ৩৩ নম্বর পেলেই পাস। প্রথমটায় অবশ্য আলাদা আলাদাভাবে ১৭ নম্বর করে পাওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল, কিন্তু শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে পরবর্তীতে তা বাতিল করা হয়। নৈর্ব্যক্তিকে ৪টি প্রদত্ত উত্তরের মধ্য থেকে যে কোন ১টি বেছে নিয়ে টিক চিহ্ন দিতে হয়।

পদ্ধতিটা নেহায়েৎ মন্দ না, তবে গোল বাধালো টাস্কফোর্স প্রণীত প্রশ্নব্যাংক, টাস্কফোর্স প্রতিটি বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য ৫০০টি প্রশ্নের প্রশ্নব্যাংক তৈরী করেছে এবং বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশানুযায়ী এ থেকেই পরীক্ষায় ৫০টি প্রশ্ন আসবে। রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও আবার ২০০টি প্রশ্ন সম্বলিত নমুনা প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে তেমন সুনির্দিষ্টতা না থাকলেও এবার নাকি রচনামূলক প্রশ্নও ঐ প্রশ্নমালা থেকেই করা হয়েছে। টাস্কফোর্স প্রবর্তিত এই প্রশ্নব্যাংকের কল্যাণে বাজারে এখন গাইড বুক-এর ছড়াছড়ি। ৫০০টি Selected প্রশ্ন-উত্তরসহ ধারাবাহিকভাবে এসব গাইড বুকে সন্নিবেশিত রয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, এস,এস,সি-এর নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের সিলেবাস ৫০০টি করে প্রশ্ন এবং শিক্ষার্থীদের কাজ হল, গাইড বুক কিনে তা থেকে ৫০০টি প্রশ্ন মুখস্থ করা। সম্ভবতঃ অধিকাংশরা তা-ই করছে। অবশ্য গাইড বুক মুখস্থ না করে অনেকেই আবার আন্দাজে টিক মার্ক দিয়ে এবং রচনামূলকে কোনরকম Answer করে দু'টোয় মিলে দিব্যি পাস করে যাচ্ছে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, জানুয়ারি থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু করে নবম-দশম শ্রেণী পার করে দিয়ে একজন Student পরীক্ষায় বসছে মার্চ কিংবা মে মাসে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সিলেবাস সম্পূর্ণ করার জন্য সে সময় পাচ্ছে দুই বছরেরও বেশি। এই সময়টাতে বাছা বাছা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলো কয়েকবার পড়ে রেখে পরীক্ষার হলে ৪টি উত্তরের মধ্য থেকে শুদ্ধ উত্তরটি বেছে নিয়ে টিক মার্ক দেয়াটা খুব বেশি ঝামেলার ব্যাপার নয়। সুতরাং, ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ৮০-৯০% মার্ক পাওয়াটা তেমন একটা জটিল কাজ নয়, চাই কি, মোটামুটি ভাল Student-দের জন্য পঞ্চাশে পঞ্চাশ তোলাটাও অসম্ভব নয়। বাকী ৫০ নম্বরের রচনামূলকে তো মোটামুটি ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা ৭০-৮০% অনায়াসে তুলতে সক্ষম। কাজেই, এ পদ্ধতিতে পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে গিয়ে যেমন শিক্ষার্থীদের কোন ঝক্কি-ঝামেলাই পোহাতে হচ্ছে না, তেমনি আবার লেটার মার্ক তোলা কিংবা First division, বা স্টার মার্ক পাওয়াটাও বোধহয় অনেকটাই সহজ হয়ে পড়ছে।

নাহ্ First division স্টার কিংবা লেটার প্রাপ্তদের কৃতিত্বকে খাটো করে দেখছি না আমি। তবে আমার মনে হয়, যতটুকু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার পর আমরা একজনকে লেটার মার্ক, স্টার মার্ক, First division দিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী করব, ততটুকু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হওয়ার পরও সে এই বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারছে। এ কারণে এবারকার রেজাল্টে লেটার মার্ক, স্টার মার্ক-এর ছড়াছড়ি দেখা গেঝে এবং First division প্রাপ্তদের সংখ্যাও রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেককরেছে।

স্বাভাবিকভাবেই, বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসাবে এতদিন মেধাবীদের প্রতি আমাদের যে দুর্বলতা এবং আকর্ষণ, তার অনেকটাই কমে গেছে। এমনকি রেজাল্ট আউট হওয়ার পর কয়েকজনকে এ-ও বলতে শুনেছি, "আরে, ভালভাবে রীডিং পড়তে পারে না, রীতিমত First division পেয়ে বসে আছে।" কথাটা কতটুকু সত্যি, আমি জানি না, তবে যদি সত্যিই হয়, তাহলে বলতে হবে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, এই যে একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব চমৎকার রেজাল্টের পরও, আমার মনে হয়, সত্যিকারের মেধাবী যারা, তাদের মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন এতে করে সম্ভব হচ্ছে না। বরং অজস্র ফার্স্ট ডিভিশন কিংবা লেটার-এর ভিড়ে তাদের অর্জিত ফার্স্ট ডিভিশন কিংবা লেটার-এর মূল্য অনেকটাই কি কমে যায়নি?

এ কথাটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। দৈনিক ইত্তেফাকের ১৪ই আগস্ট সংখ্যার 'নিবেদন ইতি' কলামে 'অভাজন' একটি চমৎকার প্রস্তাব রেখেছেন। তিনি LETTER-এর পরিবর্তে BRILLIANT শব্দটি ব্যবহারের কথা বলেছেন। গাণিতিকভাবে এদের অবস্থান নির্ণয় করলে দাঁড়ায়, B=২, R=১৮, I=৯, L=১২ L=১২, I=৯ A=১, N=১৪, T=২০। যোগফল দাঁড়ায় ৯৭, LETTER-এর ক্ষেত্রে গাণিতিক হিসাবে এই যোগফল ৮০, 'অভাজন'-এর এই প্রস্তাবটি আমার মতে, কর্তৃপক্ষের বিবেচনার দাবি রাখে। আবার, এই পদ্ধতিতে যেহেতু প্রচুর নম্বর তোলা সহজ, কাজেই এ ক্ষেত্রে ৩৮%- কে তৃতীয় বিভাগ, ৫০%- কে দ্বিতীয় বিভাগ, ৬৫% কে প্রথম বিভাগ এবং ৮০% নম্বর প্রাপ্তদের স্টার হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনামূলক উভয় ক্ষেত্রে ১৭ নম্বর করে পাওয়ার বিধান চালু করা দরকার বলে মনে হয়। এতে করে পরীক্ষায় পাস করাটা অন্ততঃ ডাল-ভাতের ব্যাপার হবে না আর মেধার যে অবমূল্যায়ন, তা-ও কমবে বলে মনে হয়।

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে নিঃসন্দেহে এই কারণে যে, এর ফলে শিক্ষার্থীরা পুরো বই পড়তে বাধ্য হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার, পুরো বই পড়া দূরে থাকুক, শিক্ষার্থীরা কেবল টাস্কফোর্স প্রণীত প্রশ্ন ব্যাংকের ৫০০টি প্রশ্ন মুখস্থ করার কাজেই ব্রতী হয়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক। এই যে গাইড বুকগুলো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ৫০০টি Selected প্রশ্নোত্তর সম্বলিত যার মধ্য থেকে ৫০টি প্রশ্ন নিশ্চিতরূপে পরীক্ষায় আসবে, পরীক্ষার্থীরা এই প্রশ্নোত্তরগুলো পড়েই ক্ষান্ত হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে গাইড বুকে প্রদত্ত উত্তরের সত্যাসত্যও বিচার না করে অবলীলায় মুখস্থ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কোন একটি বিষয় কিংবা বিশেষ Chapterটি সম্বন্ধে তাদের পূর্ণাঙ্গ ধারণা দূরে থাক, মোটামুটি ধারণাটুকুও হচ্ছে না, তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটুকু গড়ে উঠছে না এবং মৌলিক যে জ্ঞান, Basic Concept যাকে আমরা বলতে পারি, তা অর্জিত হচ্ছে না বললেই চলে। হতে পারে, সেই ছেলে বা সেই মেয়ে চমৎকার রেজাল্ট করেছে, ভাল মার্কস অর্জন করেছে; তথাপি তার ভিতটুকু কিন্তু সুদৃঢ় হতে পারছে না, বরং নড়বড়েই থেকে যাচ্ছে; ভবিষ্যতে যেজন্য তাকে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সবার ক্ষেত্রে না হোক, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটা স্বাভাবিক, অন্ততঃ এটুকু বলা যায়। কেননা, আপাততঃ তাদের কাছে যেটা মুখ্য তাহল পরীক্ষায় রেজাল্ট ভাল করা কিংবা পাশ করা। আগেই বলা হয়েছে, প্রবর্তিত পদ্ধতিতে এই উদ্দেশ্য হাসিল করার পথ বড়ই সহজ। Basic Concept-টুকু অর্জন বা নিজের জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করার বিষয়টি তাই হয়ে পড়েছে গৌণ। আমার মনে হয়, টাস্কফোর্স যে প্রশ্ন ব্যাংকটি তৈরী করেছে। তা থেকেই যে পরীক্ষার প্রশ্ন করা হবে, এ নিয়মটি বাতিল করা উচিত। এতে করে শিক্ষার্থীরা তাদের পুরো বই পড়তে বাধ্য হবে এবং মূল ধারণাটুকু অর্জন করে তারা তাদের 'আমিত্ব'টুকু ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে। এছাড়া, ৪টি উত্তর থেকে যেকোন ১টি বেছে নিয়ে টিক মার্ক দেয়ার ব্যবস্থার পরিবর্তে কোন উত্তর প্রদান না করে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদেরই সঠিক উত্তরটি লিখতে হবে-এরূপ ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। মোট কথা, পদ্ধতিটা এমন হতে হবে বা হওয়া উচিত যাতে করে তা শিক্ষার্থীদের জন্য ফলপ্রসূ হয়।

নব্য প্রবর্তিত এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে কিছু দোষ-ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই রয়েছে। এবারকার পরীক্ষায় বোর্ডের শীর্ষস্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, এ পদ্ধতিতে প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্র সীমিত এবং পাঠ্যপুস্তক পড়ার সম্ভাবনাও সীমিতই থেকে যায়। বেশ কয়েকজন টিচার এবং স্টুডেন্টের সাথে আলাপ করেও মোটামুটি একই ধারণা পাওয়া গেল। এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা দূর করা বর্তমান সময়ের দাবি। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট মহল এ ব্যাপারে বিজ্ঞ এবং সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আমাদের প্রত্যাশা কেবল একটাই-আর তাহল, পদ্ধতি যা-ই হোক না কেন, এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ যেন সম্ভব হয়; তাদের জ্ঞানের পরিধি যেন সংকুচিত না হয়। শিক্ষার্থীদের মেধার অবমূল্যায়ন যেন না ঘটে- এইটুকু দাবি দেশের বিজ্ঞ সুধীজনদের নিকট আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি।